8th International Children's Film Festival, Bangladesh
JANUARY 24-30, 2015

আমাদের উৎসব

৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসব বাংলাদেশ । ফ্রেমে ফ্রেমে আগামী স্বপ্ন । Future in Frames
সোমবার । ২৬ জানুয়ারি, ২০১৫ । ৪ পাতা । মূল্য ৫ টাকা । সংখ্যা ০৩

উৎসবের দ্বিতীয় দিন ছিল কেবলই
ক্ষুদে নির্মাতাদের

"আমার বিশ্বাস তাদের ফ্রেমগুলোতেই আগামীর স্বপ্নগুলো আকাশে ডানা মেলবে!"

গত ২৫শে জানুয়ারি উৎসবের দ্বিতীয় দিনে পর্দায় ভেসে উঠলো সারা দেশ থেকে আসা ক্ষুদে নির্মাতাদের ৩০টি চলচ্চিত্র। জাতীয় জাদুঘরের বেগম সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে যথাক্রমে দুপুর ২.৩০, বিকাল ৪.৩০ ও সন্ধ্যা ৬.৩০ এই সময়গুলোতে প্রথমবারের মত প্রদর্শিত হয়েছে তাদের স্বপ্নের চলচ্চিত্রগুলো। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্ষুদে নির্মাতাদের অপেক্ষার পালা অবশেষে শেষ হল। আড়ম্বরপূর্ণ এক পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হয়।

প্রদর্শনীর শুরুতেই ক্ষুদে নির্মাতাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয় সিএফএস-এর ভলান্টিয়ার বন্ধু অহনা। পরিচয় পর্বের পরে নির্মাতাদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানায় ছোট্ট বন্ধু মানহা ও ঋতি। এরপর তারা একে একে তাদের ছবি সম্পর্কিত কথাগুলো বলতে থাকে। তারপরই শুরু হয় সেই বহুপ্রতীক্ষিত স্বপ্নের প্রদর্শনী।

প্রদর্শনীর পরে দর্শকদের ব্যাপক সাড়া পাওয়া যায়। উদীয়মান তরুণ অভিনেতা আফনান চৌধুরী গতকালের প্রদর্শিত ছবি সম্পর্কে বলেন, আমাদের ক্ষুদে নির্মাতারা অসাধারণ কিছু ছবি বানিয়েছে। আমার বিশ্বাস তাদের ফ্রেমগুলোতেই আগামীর স্বপ্নগুলো আকাশে ডানা মেলবে।

• *আশিক ইব্রাহীম*

সিনে ক্লিক!

আজব বাক্স

অবচেতন

স্বপ্ন একদিন সত্যি হবে

পদক্ষেপ

"আত্মবিশ্বাস কমবেশি আছেই"

'লং ওয়ে টু গো', বানিয়েছে ঢাকার বরান থেকে আগত ফারহা জাবিন ঐশী। গতকাল দুপুরে 'আমাদের উৎসব' মুখোমুখি হয়েছিল তার।

আমাদের উৎসব: উৎসবে এসে কেমন লাগছে?
ঐশী: ভালো। গত উৎসবে এসেছিলাম, ভালো লেগেছে। যে আনন্দটা পেয়েছিলাম তা আবার পাবার জন্যই এবার এসেছি।

আমাদের উৎসব: নিজের ফিল্ম সম্পর্কে কিছু কথা...
ঐশী: আমার ফিল্মে আমি খুব নারীবাদী চিন্তা ভাবনা করি। আমাদের সমাজে যে মেয়েগুলো সুযোগ সুবিধা পায় না, সে কথা চিন্তা করে ওদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য আমি একটা ফিল্ম বানালাম। ফিল্মটা এক মিনিটের এনিমেশন ছিল।
আমাদের উৎসব: ফিল্ম বানাতে গিয়ে কোন মজার বা তিক্ত ঘটনা...
ঐশী: তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্যে আব্বু-আম্মুর বকুনি সবসময়ই থাকে। তাদের বিরুদ্ধেই কাজ করতে হয়। দেখা যায়, লুকিয়ে ফিল্ম তৈরীর কাজ করেছি। ঘুম কমিয়ে দিয়েছি। পড়াশোনা কমিয়ে দিয়েছি। ফিল্মটির পেছনে সব সময় দিয়েছি। যত ভালো করে বানানো যায় সব চেষ্টা করেছি।
আমাদের উৎসব: কি মনে হয়, তোমার ফিল্ম পুরস্কার পাবে?
ঐশী: এটা নির্ভর করছে জুরিবোর্ডের ওপর। যদি তাদের কাছে ভালো মনে হয় তাহলে হয়ত পেলেও পেতে পারি। দেখা যাক...

"মজার কোন ঘটনা নেই"

শিল্পকলা একাডেমী উৎসবের অন্যতম ভেন্যু। যার দায়িত্বে ছিল উৎসবের ভলান্টিয়ার নিকিতা, শান্ত, প্রাপ্তি, মাহদী, স্নেহা, অরিয়ন, বর্ণিকা ও আবেশ। তাদের কাছে লোকজন কেমন আসছে জানতে চাইলে তারা জানায়, মানুষের আগমন খুবই কম। প্রথম প্রদর্শনীতে মাত্র চারজন দর্শক উপস্থিত ছিল এবং দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অনেক প্রভাব ফেলেছে। এছাড়া সেল্স টিমের সদস্য শান্ত জানায়, বেঁচা-বিক্রির অবস্থাও খুব খারাপ।

সেখানে ভলান্টিয়ারদের কাছ থেকে এটাও জানা যায় যে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হয়েছে। এতেই বোঝা যাচ্ছে গত দিনটা তাদের খুব একটা ভালো যায়নি। মজার কোন ঘটনাও ঘটেনি।

- মাহমুদ সৌরভ

"যদি কেউ আমার গল্প নিয়েও ফিল্ম বানাতো"

আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের প্রধান ভেন্যু শাহবাগের পাবলিক লাইব্রেরি। উৎসবের ৭টি দিন পাবলিক লাইব্রেরির ক্যান্টিনে দেখা যায় অনেক মানুষের সমাগম। ক্যান্টিন বয় রায়হান সরকার জিকু ৪বছর ধরে কাজ করছে এই ক্যান্টিনে। এই উৎসবের তিনটি আসরের অভিজ্ঞতা আছে তার। জিকু বলেন, "প্রতিবছর উৎসবে অনেক বাচ্চা আসে, আনন্দ করে। দেখে খুব ভালো লাগে। অনেক বাচ্চা এসে চকলেট, আইসক্রিম ইত্যাদি কেনার পর যখন ভাংতি থাকে না তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাদের আবদার রাখার।" অন্যান্য দিনগুলোর তুলনায় উৎসবের সময় ক্যান্টিনে মানুষ বেশি আসে। আড্ডা দেয়। চারিদিকে একটা উৎসব উৎসব ভাব থাকে। আমিও কাজের ফাঁকে উৎসব প্রাঙ্গনটা ঘুরে দেখি। মাঝে মাঝে ফিল্মও দেখি। ভাবি কেউ যদি আমার গল্প নিয়েও ফিল্ম বানাতো তবে খুব ভালো লাগতো। এমনই ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন জিকু।

-রাজকন্যা রাজ্জাক

অনলাইনে আমাদের উৎসব

প্রতিদিনের "আমাদের উৎসব" মুদ্রিত কপির পাশাপাশি এখন অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইনে "আমাদের উৎসব" পড়তে ভিজিট করুন উৎসবের ওয়েবসাইট:

www.cfsbangladesh.org

একটা বড় রঙিন বাক্স! সেখানে ছোট ছোট জানালা। ভেতরে তাকালে ছবি দেখা যায়। কথা হচ্ছিল ৮ম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে বেড়াতে আসা জমজ দুই ভাই রুদ্র ও রুবাইয়ের সাথে। উৎসবের প্রধান ভেন্যু পাবলিক লাইব্রেরিতে ঢুকলেই চোখে পড়বে এই আজব বাক্স, "বায়োস্কোপ"। বাঙ্গালীর পুরানো ইতিহাসের সাথে এর সম্পর্ক বেশ শক্ত। রহস্যময় এই বাক্সের পিছে খুঁজে পাওয়া গেল বাক্সের মালিক মাস্টার আনোয়ারকে। এবারই প্রথম সে ও তার দলের বাকি দুই সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম ও মোঃ খাদিম এই উৎসবে এসেছেন। বাংলার আদি ঐতিহ্য ঢোল, বায়োস্কোপ, পুতুল নাচ এগুলো বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। পুরনো ঢাকা থেকে এসে উৎসবে প্রতিদিনই যোগ দেবেন বলে জানান তারা। কি আছে এই বাক্সে তা জানতে হলে চোখ রাখতে হবে এই জাদুর বাক্সে!

-সাদীয়া ইসলাম রোজা, সামিয়া শারমিন বিভা

বায়োস্কোপের নেশায়
আমায় ছাড়ে না

মহামান্য এসেছেন!

মহামান্যর নাম সামিত। পড়েন ক্লাস ফোরে। গতবারের মত এবারো মা'র হাত ধরে হেলে-দুলে চলে এসেছেন উৎসবে। তিনি দেশ ও জাতি নিয়ে এতই চিন্তায় এতই মগ্ন ছিলেন যে দেখে আসা ছবির নাম ভুলে গেছেন। তিনি প্রচন্ড দূরন্ত কিন্তু বড় হয়ে হতে চান ডাক্তার। কোন ক্রমেই সে ফিল্মের ডিরেক্টর হতে চান না। কেন চান না কারণও জানেন না। তিনি বলেছেন আমাদের উৎসবে আরেকদিন এসে ঘুরে যাবেন। দেখা যাক কবে আসেন, অপেক্ষায় রইলাম...

-মাহমুদ সৌরভ

চার রাজার এক বাড়ি

উৎসবের জমকালো সব রঙিন আয়োজন মুগ্ধ হয়ে দেখছে চার কিশোর। তাদের চোখে বিস্ময় আর আনন্দের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যায়। তাদের ভেতরকার বোঝাপড়াটাও দারুণ। কথা বলছি এবারের উৎসবে আগত চার শিশু নির্মাতার সাথে, যারা সকলেই রাজবাড়ি জেলাশহর থেকে এসেছে। তারা হল– আশিক হাসান আকাশ, সবুজ বিশ্বাস, মোঃ পিয়াল মাহমুদ এবং তৌফিক হাসান তপু। চারজনের সকলেই একেবারে নতুন নির্মাতা। বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের সবচাইতে বড় এই আনন্দ উৎসবে অংশগ্রহণের অনুভূতি জানতে চাওয়া হলে সবুজ বিশ্বাস বলে, "এই উৎসবটি আমার কাছে স্বপ্নের মতোন। আর এখানে অংশগ্রহণ করার অনুভূতি স্বপ্ন পূরণ হবার মতোই আনন্দের।" আরেকজন শিশু নির্মাতা মোঃ পিয়াল মাহমুদ বলে, "জীবনের প্রথম ফিল্ম বানিয়ে এখানে আসতে পারবো কখনো ভাবতে পারিনি। আমার জীবনের সেরা সময়গুলো কাটাচ্ছি আমি।"

-জামসেদুর রহমান সজীব

উৎসবের আদব কায়দা

উৎসবের আদব কায়দা কথাটা শুনলেই বিশেষ একজনের কথা মনে পড়বে। তিনি হলেন সাবেক উৎসব আহ্বায়ক মুনিরা মোরশেদ মুন্নী। তিনি বলেন, "আমরা চাই উৎসবের ৭টি দিন সবাই স্বাধীনতা বজায় রেখে একে অপরের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে যথাযথ নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে কাজ করবে। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে নির্মল বন্ধুত্ব বজায় রেখে এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মেনে চলে একজন চরিত্রবান, লোভহীন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বিবেকবান ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এছাড়াও উৎসবের অলিখিত নিয়মগুলো হলো– প্রতিদিন গোসল করে আসতে হবে। নখ কাটতে হবে। দাঁত ব্রাশ করতে হবে। প্রেম করা যাবে না এবং সবশেষে খালা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেন যে, উৎসবের প্রয়োজন ছাড়া কাউকে টেলিফোন নাম্বার দেয়া যাবে না।

-আবু সাঈদ নিশান

Crunch Time for Young Filmmakers

From left Moniruzzaman Shajib, Syeda Samia Rahman Tushi, Laila Noor Chaity, Auroni Shemonti Khan, Ashik Ibrahim

The most exciting thing about this festival is perhaps not that youngsters make their own movies, but that the youth also make up the Jury board. This year, the five such young judges in the Films Made by Children Under 18 Competition are Ashik Ibrahim, Auroni Shemonti Khan, Laila Noor Chaity, Syeda Samia Rahman Tushi and Moniruzzaman Shajib. How does it feel to be a Jury, we asked one of them. 'Well, it's nice to get respect for judging people,' jokes Auroni. 'But in all seriousness, it's terrifying. For every film that we select in the top 5, someone's dreams get crushed and frankly, every one of these films are amazing. There's the added pressure of selecting the right movies, making good decisions and most importantly, maintaining the secrecy.' Right you are, Auroni, but for every film that doesn't make it to the top this year, hopefully a better film comes next year, because no one should give up on their dreams. The hope is that no one stops making movies, because the mere courage and effort in making any movie at all makes it absolutely spectacular.

- Raidah Morshed

DAILY DOSE OF WISDOM

Muhammed Zafar Iqbal, President, Children's Film Society, Bangladesh

It's kind of sad that there exists a social division between students of 3 educational systems. Suppose you put an english medium kid and a madrasa kid together and ask them to socialize, you'll find that they don't have much in common to talk about. I think that what should be done is everyone should study in the same educational system until the age of 8, after which they go into their respective mediums of their choice.

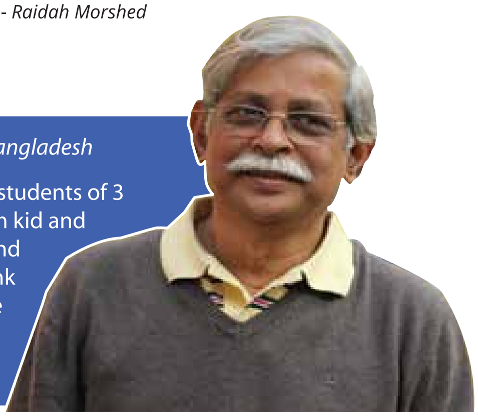

TALK ABOUT INSPIRATION

H.S.C. candidate Israt Zahan Sathi attended the fest . She came here all the way from Joypurhat. Her film 'The Flag' got selected in the under -18 category. She couldn't sleep the day before the festival as she had to attend the fest. It's her first time to attend such competition. Festival moderator Sadia Tabassum Preety is her inspiration as Preety has won several prizes for making films and made the people of Joypurhat proud.

MOVIE REVIEW: Khudiram of 71

Years ago the British government ruled the whole Indian sub-continent. That history was full of torture. At British time a young star named Khudiram took a step of bravery. He was hung for his attempt to kill a British magistrate. After that every year, a play named 'Khudiram' takes place in a small town.At March 1971, a group of anti- liberation war as they were afraid that it might act as an acceleration of the spirit of the freedom wanting people. But all the people stood against them. *- Syeda Ashfah Toaha Duti*

Editor: Abu Sayeed Nishan
Co-editor: Aadeeba Kaareen, Ashik Ibrahim, Auroni Semonti Khan
Co ordinator: Zamsedur Rahman Sajib
Senior Reporter: Mahmud Shourov
Reporter: Samia Sharmin Biva, Sadia Islam Roza, Razkanna Razzaque Poushi, Syeda Ashfah Toaha Duti, Raidah Morshed
Design: SM Aminul Islam, Khan Mohammad Sashoto Seeam

Photographers:
Zamil Rahman
Mithila G. Mumu
Achuyat Saha Joy
Autoshi Imdad
Ahornish Ahona
Jannatul Islam Mou

Organized by
Children's Film Society, Bangladesh

Supported by

Associated Partners

Online Marketing Partner